জীবননগরে বালি উত্তলনের অপরাধে অর্থদণ্ডসহ একজনকে কারাদণ্ড

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালি উত্তলনের অপরাধে অর্থদণ্ডসহ একজনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকামারী গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় খাসপাড়ার মৃত আবুল হাসেম মন্ডলের ছেলে গোলাম মোস্তফা
(৪৫) বালি উত্তলন করার অপরাধে ,বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০এর ৪(খ)ধারার অপরাধে নগদ ৫০হাজার টাকা জরিমানাসহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালন।

জানা গেছে, গোলাম মোস্তফা দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ফসলি জমি ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য এবং মোটা অংকের অর্থ আয় করার জন্য বালু উত্তলন করে আসছে। যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। এ সমস্থ বিষয়গুলো স্থানীয় ব্যক্তিরা একাধীকবার বলা সত্বেও গোলাম মোস্তফা কারও কোন কথা না শুনে নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে থাকে এবং অন্যের জমি নষ্ঠ করে বালি উত্তলন করতে থাকে ।

এ দিকে বালি উত্তলন বন্ধ না করায় এলাকার সাধারণ মানুষ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দিলে শনিবার জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন ঘটনা স্থানে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা সহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পাশাপাশি বালি উত্তলনের সমস্থ কার্যক্রম বন্ধ করে রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জীবননগর উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন এবং জীবননগর পৌর সভার ৩টিসহ উপজেলায় ১১টি কেন্দ্রে বিট পুলিশিং এলাকায় ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মোল্লা সেলিম, পৌর কাউন্সিলার আতিয়ার রহমান, আপিল উদ্দিন, মহিলা কাউন্সিলার বিউট খাতুন সহ নারী জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং সকল শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন ।

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে আদর্শ শিক্ষক অহিদুলের গল্প

মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করছেন ৩১ বছর ধরে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের তিনি সন্তানের মতই মমতা ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সর্বদা ভাল-মন্দ বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে ভোলেন না শত ব্যস্ততার মাঝে।

গ্রামের মানুষের কাছে তিনি গরিবের শিক্ষক হিসাবে পরিচিত। চলাফেরা ও জীবন যাপন করেন সাদা-মাটা ভাবে। নিজের আদর্শ ধরে রাখতে চান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাহকারী প্রধান শিক্ষক অহিদুল হকের শিক্ষকতা জীবনের গল্প।

সহকারী প্রধান শিক্ষক অহিদুল ইসলাম জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৬৪ সালে। তিনি মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে মেট্রিক পাশ করেন। বাবা ছিলেন একজন

বর্গা চাষি। অভাবের সংসারে মেট্রিক পাশ করার পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় ২ বছর।

তারপর চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে আয়ে(এইচএসসি) পাশ করেন। বাবা অসুস্থ্য হলে বেশ কয়েক বছর বন্ধ হয় পড়াশুনা। ডিগ্রি ভর্তি হতে হবে জেলার বাইরে। পড়াশুনা বাইরে থেকে করতে হলে টাকার প্রয়োজন। কারণ বাবা অসুস্থ্য থাকায় তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাবা সুস্থ্য হওয়ার পর ডিগ্রি ভর্তি হন খুলনা ডিগ্রি কলেজে।

মনোহর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুল হক মারা যান ১৯৮৯ সালে। সে সময় বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকালিন প্রধান নজরুল ইসলাম একদিন আমার বাবাকে বলেন আপনার ছেলেকে দেখা করতে বলবেন। প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করলে তিনি বলেন বিদ্যালয়ে তোমাকে বিনা বেতনে শিক্ষক হিসাবে ও হোস্টেলে দায়িত্ব পালন করতে হবে কয়েক বছর।

মনোহরপুরসহ পার্শবর্তী গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র। তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠাতেন না। স্কুলের ক্লাস শেষে নিয়মিত গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে অভিভাবকদের সাথে কথা বলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ে আসার জন্য বলতাম। আস্তে আস্তে ছেলে-মেয়েরা স্কুল মুখি হতে শুরু করলো। গ্রামে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসের পড়া তিনি ক্লাসে শেষ করাতেন। যারা দুর্বল শিক্ষার্র্থী ছিলেন তাদেরকে বাড়িতে আলাদা ভাবে পড়াতেন। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলেরা এসে স্কুল হোস্টেলে থাকতো। তাদের দেখা শুনা করতে হতো। শিক্ষার্থীদের তিনি ইংরাজি বিষয়ে পড়াতেন। ৮ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন। সেখান থেকেই তার শিক্ষকতায় আসার আগ্রাহ তৈরি হয়। তিনি শিক্ষকতাকে আদর্শ ও মহৎ পেশা হিসাবে বুকে ধারণ করেন।

অল্প বয়সে স্কুলের মেয়েদের অভিভাবকরা বিয়ে দিতো। আমি বিষয়টি জানা মাত্র বাল্য বিয়ে বন্ধ করতাম। বাল্য বিয়ের ভয়াবহতা কি তা বুঝাতে পারতাম। কয়েক মাস আসে স্কুলের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীর বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনে তাদের বাড়িতে যায়। পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে সক্ষম হয় বিয়ে না দেওয়ার জন্য। বই, খাতা, কলম ও পোশাকের অভাবে অনেকের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে শুনে আমি তাদের বাড়িতে

গিয়ে বলেছি তোমরা স্কুলে আসো আমি সব ব্যবস্থা করবো।

এসএসসি পাশ করার পর অনেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না টাকার অভাবে তিনি অর্থ দিয়ে তাদের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকেন। আমার অনেক ছাত্র ভাল অবস্থায় রয়েছে। কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যশোর এমএম কলেজসহ বিভিন্ন দপ্তরে বিসিএস ক্যাডারে উত্তিণ হয়ে সুনামের সাথে চাকরি করছেন।

সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ছিলাম বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষক ও নেতার কারণে।

বিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও সকালে তিনি নিয়ম মেনে হাজির হন। ঘুরে ঘুরে দেখেন প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এরপর মাঠে ছুটে যান ধান ঝাড়ার জন্য। তিনি কোন কাজ কেই ছোট মনে করেন না। বাইসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করেন। সাধারণ জীবন-যাপন করেন।

তিনি বলেন, কোচিং একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা কেন জানি না বুঝে সারা দিন কোচিং কোচিং করে মাথা নষ্ট করে। ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করলে কোচিং এর প্রয়োজন হয়না। কোচিং এর কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার ও আচরণে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগের দিনের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষকদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। রেজাল্ট বেশি ভাল হয়না। লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি বর্তমান সময়ে। কোচিং এ একটা সুবিধা আছে চাপে রাখে পড়াশুনার জন্য।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চায়।

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী আটক

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী জনি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশে, এস আই আমির

হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে আটক করে।

এস আই আমির হোসেন জানান, জীবননগর পৌর সভার রাজনগর পাড়ার মিলন মিয়ার পুকুরে একটি অভিযান চালিয়ে পুকুরের পাহারাদারের চৌকির নিচ থেকে দেশীয় এক নালা একটি আস্ত্রসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মৎস্য খামারী ইব্রাহিম খলিল জনি জীবননগর পৌর সভার ৬নং ওয়ার্ডের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটি অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

জীবননগরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতার কার্ডসহ ঘর দেওয়ার নামে অর্থ আদায়

জীবননগরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতার কার্ডসহ দুর্যোগসহনীয় ঘর দেওয়ার নামে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওর্য়াড মম্বার মঈনুল হাচানের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, উথলী গ্রামের মৃত আনিছ উদ্দিনের মেয়ে বিধবা সফুরা খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পরে তাকে একটি বিধবা ভাতার কার্ড দেওয়ার নাম করে আমার নিকট থেকে ১ হাজার টাকা চাই আমি টাকা দিতে না পারায় এক বছর যাবৎ কার্ড দেওয়ার নাম করে আমাকে ঘুরাচ্ছে, আর বলছে টাকা দিলে কার্ড হবে তা না হলে কার্ড হবে না। আমি মাঠে মাঠে কাজ করে খাই আমি টাকা কোথায় পাবো।

একই অভিযোগ করেন উথলী গ্রামের মালপাড়ার মৃত হকাজ্জেল মন্ডলের ছেলে জামাত আলী বলেন, আমাকে একটি বয়স্ক ভাতার কার্ড করে দিবে বলে মঈনুল মেম্বার আমার কাছ থেকে প্রথমে ৩ হাজার টাকা নেয় পরে আমার বইতে থাকা ৬ হাজার টাকা তুলে নেয়। এবং পরে বলে আমাকে একটি সরকারি ভাবে ঘর তৈরি করে দিবে এ জন্য তিনি আমার ছেলে রাকিবের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নেয়। এখন আমার ঘর ও দিচ্ছে না আবার আমার টাকাও ফেরত দিচ্ছে না।

অবশেষে আমি বাধ্য হয়ে সুষ্ঠ বিচারের জন্য জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনওর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

উথলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওর্য়াড মেম্বার মঈনুল হাচান মঈন বলেন, আমি কারও বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এমন কি ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা গ্রহন করিনি। একটি চক্র আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে হয়রানি করার চেষ্ঠা করছে।

উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ বলেন, আমার ইউনিয়ন এমন কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি তবে এ ঘটনার সাথে যদি কোন ইউপি সদস্য জড়িত থাকে তা হলে তদন্ত পুর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, উথলী ইউনিয়নের ২নং ওর্য়াড সদস্যর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ আমাদের নিকট আসেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, উথলী ইউনিয়নের ২নং ওর্য়াড মেম্বারের বিরুদ্ধে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও সরকারী ঘর দিবে বলে অর্থ নিয়েছে এমন দুটি অভিযোগ পেয়েছি এটি তদন্ত করা হবে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর জোরপূর্বক গর্ভপাত

জীবননগরে এক কিশোরীকে জোর পূর্বক ধর্ষণের পর ৬ মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিশোরীর মামাতো ভাই আলামিন কর্তৃক এ ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। কিশোরীর স্বাজনরা জোর করে গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে ওষুধ খাইয়ে গর্ভপাত ঘটায়। শনিবার দুপুরে পুলিশ ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত ছেলে নবজাতকটি কে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ানের গোয়ালপাড়া গ্রামের এক

কিশোরী (১৭) বেশ কয়েক বছর ধরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিনাপাড়ার দিপুর বাড়িতে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে। কিশোরীর বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও তিন বোন মামার বাড়িতে থাকতো। গত রোজার ঈদে কিশোরী ঈদে বেড়াতে আসে মায়ের কাছে।

এ সময় মামাতো ভাই আলামিন ঈদের পরের দিন রাতে জোর পূর্বক তাকে বাড়ির পাশে একটি বাগানে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে কিশোরীকে। কয়েক দিন রাতে কিশোরীকে ঘরে একা পেয়ে আলামিন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করে স্থানীয়রা।

কিশোরী কুষ্টিয়ায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তার মা বৃহস্পতিবার সন্ধায় গ্রামে নিয়ে আসেন। পরে গ্রাম্য ডাক্তার সামসুল হুদার কাছে নিলে গর্ভপাতের জন্য ওষুধ খাইয়ে দেয়। শুক্রবার রাতে কিশোরী বাড়িতে গর্ভপাত হলে স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পারে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত নবজাতকটি কে পরিবারের সদস্যরা সরিয়ে ফেলতে চাইলে স্থানীদের বাধার মুখে পড়ে। কিশোরীর মা, মামা-মামী গ্রামে প্রচার করতে থাকে কুষ্টিয়া থেকে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আলামিন গা ঢাকা দেয়। স্থানীয়রা বলছেন, ঘটনার সাথে জড়িতেদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হোক।

৪নং সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্ছার বিষয়টি আমি শুনে ঘটনা স্থানে যায়। সেখানে যেয়ে দেখি বাচ্ছাটি মারা গেছে। আমি বিষয়টি জীবননগর থানা পুলিশকে বললে ঘটনা স্থানে পুলিশ ছুটে আসে। তবে এ ঘটনার সাথে যেই জড়িত থাকুক না কেন আমি তার শাস্তি চাই।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের বাচ্ছা জন্ম দেওয়া এবং তাকে হত্যার বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনা স্থানে যেয়ে বাচ্ছাটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সারাদেশে ধর্ষণ রুখে দাও স্লোগানে জীবননগরে মুসুল্লিদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজের শেষে শহরের প্রতিটি মসজিদের মুসুল্লিগণ একত্রিত হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জীবননগর বঙ্গবন্ধু উন্মুক্তমঞ্চের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌর শহরের বিভিন্ন সুধী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক, সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি সহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ এ মানববন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন।

এ সময় বক্তারা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সিলেটের এমসি কলেজসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নারী ধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ধর্ষকের কঠোর বিচার চেয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জীবননগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুজার গেফারী, পান বাজার মসজিদের খতিম মাওলানা সাইফুল্লাহ, উপজেলা জামে মসদিরে খতিব হাফেজ মিজানুর রহমান, বাসষ্ট্রান্ড মসজিদের খতিব আক্তারুজ্জামান সহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সভাপতি সাইদুর রহমান, কামরুজ্জামান বিদ্যুৎ, আশাদুল হক প্রমুক।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় দল মত নির্বিশেষে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখেন সেই সাথে ধর্ষণ বন্ধে তারা আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

জীবননগরে সুপেয় বিশুদ্ধ পানির

প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন

জীবননগরে আর্সেনিক ও আয়রণ মুক্তকরণ প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রণ মুক্তকরণ প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করা হয়।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছাত্রীদের সুপেয় বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক ডা. শফিউল কবির, প্রজেক্ট ম্যানেজার মিজানুর রহমান, কোঅডিনেশন ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা ম্যানেজার মাসুদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, জীবননগর ফিল্ট অর্গানাইজার রাজন আহম্মেদ, দামুড়হুদা ফিল্ট অর্গানাইজার জেসমিনা খাতুন, জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যাদব কুমার প্রমাণিক প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সালাউদ্দিন কবির।

জীবননগরে সেচ্ছাশ্রমে নির্মিত সাঁকো উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার

জীবননগরে সেচ্ছাশ্রমে নির্মিত মিত্রতা বাঁশের তৈরি সাকো উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টার সময় দত্তনগর রোডের শাপলাকলি পাড়ায় জীবননগর সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ

এ্যাসেম্বীল এর সদস্যদের সেচ্ছাশ্রমে সাধারন মানুষের যাতায়াতের জন্য নির্মিত মিত্রতা বাঁশের সাকো উদ্বোধন করা হয়েছে।

জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বীল এর সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মিত্রতা বাঁশের সাকো উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আজকের যুবকরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করতে যুবকদের কোন বিকল্প নেই। সমাজে ছোট ছোট ভালো কাজ করলেও অনেকে উপকৃত হবে। অসহায় মানুষের পাশে থাকা, সচেতনমূলক আলোচনা করা একটি মহতী উদ্যোগ। সমাজে ভালো কাজ করতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, সেগুলো পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ে কাজটি সফল করাই মুল লক্ষ থাকতে হবে। ভালো কাজে সব সময় পাশে আছি এবং থাকবো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মোল্লা সেলিম, জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী নাসির উদ্দিন, মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, মফিজুল ইসলাম সহ উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বীল এর সদস্য স্বর্ণা, লাবনী, তুহিন, ঐশ্বর্য সাহা প্রিয়া, সাদিয়া, নিশান, রমজান, সেলিম, বাপ্পি, মিম, প্লাবন প্রমুখ।

জীবননগর হাসাদাহে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন

সারা দেশে চলমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে জীবননগর হাসাদাহে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘সহযাত্রী’-সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় হাসাদাহ বাসস্ট্যান্ডে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য জুম্মাত আলী মন্ডলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মতিয়ার রহমান।

মানববন্ধনে অংশ নেন ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শুকুর আলী, আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব আলম, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সাংগঠনিক স¤পাদক বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও প্রকাশনা স¤পাদক আল-আমিন।

‘সহযাত্রী’ সংগঠনের পক্ষে সহ-সভাপতি তানজিনা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন, শিশু বিষয়ক সম্পাদক আকিমুল ইসলাম, সদস্য সচিব আজিজুল হাকিম তাজু, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুজ্জামান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মেহেদী হাসান, সদস্য শীলন, দিগন্ত, সাইদুর, জিহাদ, রাশেদুল, শাকিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এ কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে মানববন্ধনে সাধারণ জনগণ অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে সংগঠনের সদস্যরা মোমাবাতি জ্বালিয়ে ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে হাসাদাহ বাজারে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে গণধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় অপরাধ ক্রমেই বাড়ছে। আমরা দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।